ভোরের কাগজ

46

তারিখ ... MAR: 08 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

নারীচিত্র : দ

তপন বু

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, মানব উন্নয়নের বিকাশমান ধারাটি আজো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন। সমগ্র মানব জাতির পাঁচ ভাগের এক ভাগের বসতি এই দক্ষিণ এশিয়ায়। মানব বঞ্চনার মাত্রা সুবিশাল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মাথাপিছু জিএনপি পৃথিবীর অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে কম। তদুপরি এ অঞ্চলে হুহু করে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে হারে আয় বাড়ছে না। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, এ অঞ্চলটি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ধারণ করে ঠিকই; কিন্তু আয় করে মাত্র ১.৩ শতাংশ। পৃথিবীর মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশের বাস এই দক্ষিণ এশিয়ায়।

দক্ষিণ এশিয়ার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়— তা হচ্ছে নারীদের অবস্থা। এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আজ ব্যাপকসংখ্যক নারী সামাজিক শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। এ অঞ্চলে আজ অনেক নারী 'মানুষ' হিসেবে পরিচিতি পায় না। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন উপযোগী আহার কিংবা পরিচ্ছদ, চাকরি-বাকরি, রাজনীতি, নেতৃত্ব ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই এসব অঞ্চলে সমতা বিরাজ করে না।

ইউএনডিপির হিসাব মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় সংসদে মহিলাদের আসন সংখ্যার হার মাত্র ৭%। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদসমূহে ৩%, মন্ত্রিপরিষদে অবস্থান মাত্র ৪% এবং মহিলারা মোট অর্জিত আয়ের ভোগ করে মাত্র ২৪%।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় নারী-শিশুদের। অথচ সারা পৃথিবীতে দক্ষিণ এশিয়াই একমাত্র অঞ্চল যেখানে মাত্র সাতটি দেশের মধ্যে প্রায় তিনটি দেশের সর্বোচ্চ পদে মহিলারা আসীন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব দেশেই সংসদের মোট আসনের মাত্র শতকরা ৭ ভাগ আসনে মহিলারা অধিষ্ঠিত; যেখানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এ হার ৩৬%।

এখানে বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই বিয়ে হয়ে যায় অগণিত মেয়ের। অগণিত শিশুকে সুকৌশলে জড়িত করা হয় বেশ্যাবৃত্তিতে। চাকরি দেওয়ার কথা বলে মেয়েদের স্থানান্তর করা হয়, এমনকি দেশান্তরী করা হয় এবং বিক্রি করে দেওয়া হয় পতিতালয়ে। করাচি শহরের পতিতালয়গুলোর আশপাশ ব্যথিত হয় বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া মেয়েদের আহাজারিতে। শ্রীলঙ্কার মতো দেশে ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পতিতাবৃত্তি। ১৯৯৫ সালের আগ পর্যন্ত কোনো বিদেশী পর্যটক শ্রীলঙ্কার শিশুদের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে ধরা পড়লে মাত্র ২০ ডলার জরিমানা দিয়েই রক্ষা পেতো। ভারতে জনকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ১৯৯০ সালের জরিপে দেখা যায়, যৌনকর্মীদের ১৫ শতাংশ শিশুকালে এই পেশায় এসেছে, ৭১% পতিতা নিরক্ষর এবং ৪৪% পতিতা এই পেশায় এসেছে বাধ্য হয়ে। নেপাল থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭ হাজার মেয়ে ভারতে পাচার হয়। বলা বাহুল্য, এসব মেয়ে এইডস থেকে মুক্ত নয় এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্যসচেতনতাও এদের নেই। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মেয়ে পাচার হয়ে যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। ওরা শেখদের বিলাসসঙ্গিনী হয় এবং একসময় ফিরে আসে এইচআইভি বহন করে। অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা পড়ে অগণিত নারী। এ অঞ্চলে মাতৃ-মৃত্যুর হার প্রতি লাখে প্রায় ৬০০। বাংলাদেশে এ হার প্রায় ৮৫০। নেপালে ১ হাজার ৫০০ এবং ভুটানে প্রায় ১ হাজার ৬০০; অথচ শিল্পোন্নত দেশে এ হার মাত্র ২৮।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েরা স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানের মতো দেশে ১-৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ বেশি মৃত্যুবরণ করে মেয়ে-শিশু। ভারত ও বাংলাদেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা প্রয়োজনের মাত্র ৮৮ শতাংশ পুষ্টি গ্রহণ করে। ভারত শাসিত পাঞ্জাবে ২১ শতাংশ মেয়ে চরম পুষ্টিহীনতার শিকার। বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান সর্বত্রই একই চিত্র।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রসবকালীন ৩০ শতাংশেরও কম মাতা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর হাতের ছোঁয়া পায়।

দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের আর এক করুণ অবস্থা হলো অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ। ভারতে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের হার ৪৩ শতাংশ, পাকিস্তানে প্রায় ১২ শতাংশ। বাংলাদেশের মতো দেশে এসব কিছুর হিসেব রাখা হয় না। বলা বাহুল্য, এসব অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের পর অনেক

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অবজ্ঞ
অথচ সারা পৃথিবীতে দক্ষিণ এশিয়াই এ
মধ্যে প্রায় তিনটি দেশের সর্বোচ্চ পদে
এসব দেশেই সংসদের মোট আসনের
অধিষ্ঠিত; যেখানে স্ক্যান্ডিনেভিয়

নারীকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমআর করানোর জন্য যেতে হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এমআর করানোর ব্যবস্থাও নেই। গ্রাম্য কবিরাজ ও দাইদের হাতে পড়ে মৃত্যু ঘটে কতো তরুণী মাতার।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের ধর্ষিতারা আইনের আশ্রয় নেয় না। এসব দেশে ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় স্বামী ছাড়া অন্য কেউ যদি বলপ্রয়োগে যৌনকর্মে নিয়োজিত হয় বা উদ্যত হয়। কিন্তু ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত কতো যে নারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় তার কোনো পরিসংখ্যান এসব দেশে নেই। লোকলজ্জা কিংবা আইনের ফাঁকফোকর এজন্য দায়ী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষিতারা ধর্ষণকার্য প্রমাণ করতে পারে না।

নারীদের প্রতি এসব অঞ্চলের মানুষের এ হীন দৃষ্টিভঙ্গির শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। এ অঞ্চলে মেয়ে শিশু জন্ম দেওয়ার অপরাধে স্ত্রী তালাক দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। জন্মের পর একটি ছেলে ও শিশুর সকল চাহিদা পূর্ণ হলেও মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে তার পরিমাণ মাত্র ৬০ ভাগ।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যখন প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বাংলাদেশ-ভারতসহ

মার্কেন্টাইল
একবিংশ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চ
কুর্মিটোল
ঢাকা-১২২

দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়

কাজের নাম : জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দ
সম্প্রসারণকরণ (উপ-শিঃ-নব নির্মিত সাব-
জেনারেটর সেট সংগ্রহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ)।
উপরোক্ত কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে দরপত্র বি
সময় ১৪-০৩-২০০০ খৃঃ বিকাল ৫টা পর্যন্ত বর্ধি
গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ১৫-০৩-২০০০ খৃ
দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় ১৫-০৩-২০০০
বর্ধিত করা হইল।
অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

আসাদুজ্জ
ডিএফপি-৫০৯৫-২/৩/২০০০ (৩"x২) প্রধান
জি-১২১/২০০০ বেসামরিক বিমান চলাচল

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

মোকাম জিলা ঢাকার সাবজজ ও তৃতীয় অর্থঋণ
দেওয়ানী ডিক্রিজারী মোকদ্দমা নং-২৬/
(মূল মোকদ্দমা দেওয়ানী-৫৩/৯

ষ্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, ১৮-২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
বনাম
ইন্টারন্যাশনাল হাউজ অব প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন গং-
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(২) মোঃ গোলাম রছুল মল্লিক, ৮/৪-এ, তোপখানা রোড, সে
(৩) মিসেস রোকেয়া আনোয়ার, পতি- মিঃ আনোয়ার হোসা
সিংতোলা লক্ষীবাজার, পোঃ-সূত্রাপুর, ঢাকা।
(৪) ইষ্টার্ণ নিউ এজেন্সী- ৩/সি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নে বর্ণিত তফ
আদালতের অধীনে ক্রোকাবদ্ধ আছে। মাননীয় আদালতের অ
বিক্রয় হইবে। দাইকগণের নিকট ব্যাংকের পাওনা
১,৮২,০৬,২৭৯/- "গ" ও "ঘ" তফছিল ভূক্ত সম্পত্তির আনমানিক
সম্পত্তি বিক্রির জন্য ২১-০৩-২০০০ তাং নির্ধারণ করা হইয়াছে
উল্লেখিত তারিখে নিলাম ডাকার জন্য বেলা ১২ (বার) টায় ঢাকা
নেজারত উপস্থিত থাকিয়া নিলাম ডাকিতে অনুরোধ করা যাইতে

তফছিল"গ"

জেলা-ঢাকা, থানা-ধামরাই, তৌজি নং-২৪৮, মৌজা-লুকরা পারা,
এস, এ, খঃ নং-৩০০, সি,এস, প্লট নং-২৬৮ এবং ৪৭৩ বর্তমান
ভূমি ৮ $\frac{1}{2}$ শতাংশ মাত্র।

তফছিল"ঘ"

জেলা-ঢাকা, সি,এস, ধামরাই, মৌজা-ধামরাই, জে,এল নং-২
৬৭৬, ২৩ আর,এস, খতিয়ান নং-২১, ডি,পি-৪২০, সি,এস,
মোট এরিয়া ভূমি ৭০ শতাংশ মাত্র।

আদালতের
মোশাররফ
সেরেস্
সাবজজ ও তৃতীয় অর্থ